CAPSEAH

যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি থেকে সুরক্ষার জন্য একটি প্রচলিত পন্থা

পার্ট ১: প্রেক্ষাপট এবং কর্মপ্রক্রিয়ার সমষ্টিগত দর্শন

ক্যাপসেয়াহ হল জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা (এইচডিপি) সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাজ করে তারা কিভাবে যৌন শোষণ, যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি (এসইএএইচ) থেকে সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ নিবে এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে সে বিষয়ে একটি সাহায্যকারী নির্দেশিকা। ক্যাপসেয়াহ অন্যান্য প্রেক্ষাপটেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বহু-পক্ষীয় গোষ্ঠী এবং বিশ্বব্যাপী পরামর্শের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে।

ক্যাপসেয়াহর লক্ষ্যঃ

- এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং জবাবদিহিতা উন্নয়ন এবং এই ধরনের ঘটনা ঘটলে ভুক্তভোগীকে সহযোগিতা প্রদান।
- বিদ্যমান মানদণ্ডগুলিকে আরও শক্তিশালী, আরও সুসংগঠিত পন্থার ভিত্তিতে বিবর্ধন করা।
- এসইএএইচ থেকে রক্ষার জন্য আচরণ এবং ন্যূনতম পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রত্যাশা নির্ধারণ।

ক্যাপসেয়াহর দীর্ঘমেয়াদী মূলনীতিঃ

- এসইএএইচ এর উপর নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি।
- সমষ্টিগত পদক্ষেপ, অংশীদারিত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা।
- বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসইএএইচ এর ঝুঁকি কমানোর উপায় নিয়ে বহু-পক্ষীয় সংলাপ।
- পিএসইএএইচ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তি সহ সকলের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- বিশ্বব্যাপী,দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন সংস্থায় পিএসইএএইচ সম্পর্কিত সম্পদ আহরণ।

পিএসইএএইচ কি?

এসইএএইচ অর্থ 'যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং হয়রানি'। এই তিনটিই অগ্রহণযোগ্য ক্ষমতার অপব্যবহার। এসইএএইচ ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা মধ্যে নিহিত এবং প্রায়ই বৈষম্যের সাথে যুক্ত, বিশেষ করে জেন্ডার বৈষম্য। এসইএএইচ এর ভুক্তভোগীদের সাধারণত কম ক্ষমতা থাকে বা বিভিন্ন কারণে অপরাধীদের তুলনায় আরও প্রান্তিক অবস্থানে থাকে। নারীরা এবং বালিকারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পিএসইএএইচ-এর অন্তর্ভুক্ত পৃথক পরিভাষাগুলো সাধারণত নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত হয়:

- **যৌন শোষণ (এসই)** - অবস্থানগত দুর্বলতা, ক্ষমতার পার্থক্য অথবা বিশ্বাসের অবস্থানের অপব্যবহার করে যৌন উদ্দেশ্যে করা যে কোন ধরনের বাস্তব ক্ষতি বা ক্ষতির প্রচেষ্টা করা, যার মধ্যে আর্থিকভাবে, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে অন্যের যৌন শোষণ থেকে সুবিধা অর্জন অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ, মানবিক সহায়তা, সেবা, চাকরির সুযোগ বা অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে যেকোনো ব্যক্তিকে যৌন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধ্য করা।
- **যৌন নির্যাতন (এসএ)** – বলতে যৌন আচরণকে বোঝানো হয় যেখানে জোরপূর্বক অথবা অসম অথবা বাধ্যতামূলক পরিবেশে অনধিকারবশত কাউকে শারীরিকভাবে হেনস্থা কিংবা নিপীড়ন করা হয়। এর মধ্যে যৌন লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, যৌন উৎপীড়ন এবং অন্যান্য যেকোনো ধরনের অসম্মতিমূলক যৌন আচরণ বা কর্মকাণ্ড।
- **যৌন হয়রানি (এসএইচ)** – যৌন প্রকৃতির বিভিন্ন অগ্রহণযোগ্য এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও কর্মকাণ্ড যা এসএইচ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, যৌন ইশারা-ইঙ্গিত বা দাবি, 'যৌন সুবিধা' চাওয়া, যেকোনো যৌন, মৌখিক বা শারীরিক আচরণ, অথবা অঙ্গভঙ্গি যেগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে আক্রমণাত্মক বা অপমানজনক অথবা আক্রমণাত্মক বা অপমানজনক হিসাবে অনুভূত হতে পারে। যেগুলোর মধ্যে যৌন প্রকৃতির কৌতুক, মন্তব্য বা বার্তা; ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি, অপলক তাকানো বা লোলুপ দৃষ্টি; পর্নোগ্রাফিক উপাদান প্রদর্শন বা প্রচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি কখনও কখনও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন আচরণ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়, তবে সমাজ-সম্প্রদায় এবং জনসমাগমস্থলেও ঘটতে পারে।
- **এসইএএইচ হতে প্রতিরোধ (পিএসইএএইচ)** – যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং হয়রানি প্রতিরোধ এবং সক্রিয়ভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরসন করা এবং এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে যথাযথ সাড়া প্রদান করা। এর অর্থ হলো সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া যাতে: যে কোন ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী এবং কর্মীদের সুরক্ষা দেওয়া যায়; সক্রিয়ভাবে এসইএএইচ ঝুঁকি কমানো এবং এসইএএইচ ঘটনাসমূহ প্রতিরোধ করা; এসংক্রান্ত উদ্বেগ প্রকাশের উপায়সমূহ সৃষ্টি বা শক্তিশালী করা; এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার, মর্যাদার এবং প্রয়োজনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়াবলী এবং ঘটনাসমূহের প্রতি দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানানো। পিএসইএএইচ কে কখনও কখনও 'এসইএএইচ এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা'ও বলা হয়।

কিছু সংস্থা এসইএ এবং এসএইচ এর মধ্যে এই ভিত্তিতে পার্থক্য করে যে ভুক্তভোগী তাদের প্রদান করা সাহায্য/সেবা বা সহায়তার সুবিধাভোগী কিনা (এসইএ), অথবা তাদের কোন ধরনের কর্মী কিনা (এসএইচ), এবং প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা নীতিমালা এবং কার্যপ্রণালী রয়েছে। অন্যান্য সংস্থার এসইএ এবং এসএইচ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে এরকম একটি সর্বব্যাপী এসইএএইচ নীতিমালা এবং কার্যপ্রণালী রয়েছে।

ক্যাপসেয়াহ যৌথ শব্দ এসইএএইচ ব্যবহার করে কারণ এসই, এসএ এবং এসএইচ প্রতিটি ক্ষমতার অসমতা এবং বৈষম্য, বিশেষত জেন্ডার বৈষম্যের দ্বারা চালিত হয়, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের প্রয়োজন। এগুলোকে সংযুক্তির মাধ্যমে জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা (এইচডিপি) সংক্রান্ত কর্মীদের দ্বারা ঘটনার স্থান কিংবা ভুক্তভোগী নির্বিশেষে ঘটে যাওয়া সব ক্ষতিকর এবং অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরণ মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণকে উৎসাহিত করে।

জেন্ডার সহিংসতা (জিবিভি) বলতে একজন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া এমন যেকোনো ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যেখানে তাদের লিঙ্গ পরিচয় একটি অন্যতম অবদানকারী কারণ। জিবিভি বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকে/ক্ষতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে শারীরিক, যৌন, মানসিক এবং অর্থনৈতিক সহিংসতা রয়েছে, এবং এটি যেকোনো জায়গায় ঘটতে পারে। যদিও যৌন জিবিভি এবং এসইএএইচ উভয়ই যৌন প্রকৃতির ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে, এসইএএইচ এমন কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যা জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা কাজ প্রদানকারী কর্মী/প্রতিনিধিদের দ্বারা সংঘটিত হয়।

জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা (এইচডিপি) সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটে এসইএএইচ

যে সকল দেশ এবং ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতার প্রয়োজন এইচডিপি কাজ এবং কার্যক্রম তাদের জন্য সহায়তা, সমর্থন, অংশীদারিত্ব এবং সুরক্ষা প্রদান করে এবং একটি নিরাপদ, অধিক সমতার এবং টেকসই ভবিষ্যত গড়ার জন্য বৈশ্বিক প্রচেষ্টার ভিত্তি তৈরি করে। ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন সম্পাদ্য কার্যাবলী এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির বাস্তবায়নে এইচডিপি কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করে, যা সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ, বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য অনেক কার্যসম্পাদন কারীদের একসাথে কাজ করতে সহায়তা করার জন্য একটি বিস্তৃত বৈশ্বিক কাঠামো যা দারিদ্র্য, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য সংকট মোকাবিলায় একত্রে কাজ করে। এসইএএইচ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এইচডিপি কাজ এর সততা ও প্রভাব ক্ষুণ্ন করে।

মানবিক সাহায্য/সহায়তা বা সহযোগিতা সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতির মত সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার জন্য তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার জরুরি চাহিদা পূরণ এবং কষ্ট লাঘব করার জন্য খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং সুরক্ষা সেবা প্রদান করে।

> মানবিক প্রেক্ষাপটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার মধ্যে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই দুর্বলতাকে ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তি তাদের ক্ষমতা বা সম্পদ অপব্যবহার করে যৌন কর্মকাণ্ড করতে পারে বা সহায়তা, সেবা বা অন্যান্য সহায়তার বিনিময়ে দুর্বল ব্যক্তিদের যৌন কার্যকলাপে বাধ্য বা প্ররোচিত করে তাদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে। মানবিক সংকটের আশু প্রয়োজনীয়তা এবং বিশৃঙ্খলা এই ঝুঁকিগুলি আরও বৃদ্ধি করতে পারে।

উন্নয়ন সহায়তা, সহযোগিতা এবং সহকারিতা নিম্ন আয়ের দেশগুলির দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ উন্নয়ন করতে এবং দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং দুর্বলতার অন্তর্নিহিত কারণগুলি মোকাবেলা করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রচার করা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার অধিকার উন্নয়ন, শাসন-কর্তৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা, এবং টেকসই জীবনমান উৎসাহিত করা।

> উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার গতিশীলতা মানবিক প্রেক্ষাপটের তুলনায় ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এখানেও এসইএএইচ এর উচ্চ ঝুঁকি থাকতে পারে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে, যেমন যৌন সুবিধার বিনিময়ে সুযোগ, সহায়তা বা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা, অথবা শিক্ষকদের, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের বা অবকাঠামোগত কর্মীদের মতো ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা তাদের কর্তৃত্ব এবং/অথবা নৈকট্য ব্যবহার করে শিশুদের, নারীদের বা অন্যান্য দুর্বল ব্যক্তিদের যৌন নির্যাতন করতে পারে। উন্নয়ন প্রেক্ষাপটও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সংঘাতের কারণে দ্রুত জরুরি প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হতে পারে।

শান্তি প্রেক্ষাপটের আওতায় এমন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সংঘাত পরিচালনা এবং সমাধান, বেসামরিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা এবং দেশগুলিকে সংঘাত থেকে টেকসই শান্তিতে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে। এর মধ্যে রয়েছে শান্তিরক্ষা (সংঘাত-প্রভাবিত অঞ্চলে শান্তি রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করতে সাধারণত জাতিসংঘ বা আঞ্চলিক সংস্থার আজ্ঞার অধীনে বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন) এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা (সংঘাতের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং সৌহার্দ্যের পুন:প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সংহতি এবং উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই শান্তি প্রচার করা)।

> শান্তি সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং কার্যকলাপের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা তাদের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্বল ব্যক্তিদেরসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে যেমন নারী এবং শিশুদের সাথে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে বিনিময়ভিত্তিক যৌনতা, জবরদস্তি, বা সরাসরি অপব্যবহার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উন্নয়ন প্রেক্ষাপটের মতোই এসইএএইচ এর প্রতি শক্তিহীনতা শান্তি প্রতিষ্ঠায় একই।

গত ২০ বছরে এই তিনটি ক্ষেত্রে পিএসইএএইচ কাজের গতিপথ ভিন্ন ছিল, যেখানে বিভিন্ন পরিপক্কতার মান এবং পদ্ধতি স্থাপিত হয়েছে। তবে দেশগুলো, সংস্থাগুলো এবং ব্যক্তিরা ক্রমবর্ধমানভাবে এমন প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হতে পারে যেখানে HDP প্রয়োজন, কাজকরে এবং সংস্থাগুলি বিকশিত হয়, ছাপিয়ে যায় এবং সংযোগ স্থাপন করে।

কিভাবে ক্যাপসেয়াহ সহযোগিতা করবে?

জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রেক্ষাপটে কাজ করা প্রত্যেককেই সক্রিয়ভাবে এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে হবে যে তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিরাই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে এবং অন্যদের যৌন শোষণ, নির্যাতন বা হয়রানি করতে পারে বা তারা নিজেরাও ভুক্তভোগী হতে পারে। অনেক ঘটনাই অপ্রতিবেদিত থেকে যায় বা সনাক্ত হয় না। কোনও সংস্থা, প্রকল্প ইত্যাদিতে এসংক্রান্ত ঘটনার কোনও প্রতিবেদন না থাকলেই এর অর্থ এই নয় যে কোনও ঘটনা ঘটেনি বা ভবিষ্যতে ঘটবে না। জলবায়ু পরিবর্তন, অস্থিতিশীলতা এবং সংঘাতের মতো কারণগুলি এসইএএইচ-এর ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তোলে, যা এইচডিপি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং মানুষের ও সমাজের অসহায়ত্ব বাড়িয়ে তোলে।

এসইএএইচ থেকে সুরক্ষার জন্য নীতিমালা, প্রতিশ্রুতি এবং মাপকাঠি অনেক বছর ধরে উন্নয়ন ও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- পিএসইএ এর বিশেষ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ২০২৩ ইউএনএসজি বুলেটিন এবং পিএসইএ এর বিশেষ ব্যবস্থাপনাঃ একটি নতুন পদ্ধতি ইউন'স ২০১৭ প্রতিবেদন যেটির মধ্যে রয়েছে সদস্য দেশের সাথে স্বেচ্ছাসেবী চুক্তি।
- পিএসইএ সংক্রান্ত ইউএন ইনটার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির (আইএএসসি) ছয়টি মূলমন্ত্র, পিএসইএ সম্পর্কিত ন্যূনতয়াল পরিচালন মানদণ্ড, ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক পন্থার সংজ্ঞা ও নীতিমালা।
- জাতিসংঘের কার্যক্রমের মধ্যে এসইএ এবং এসএইএচ মোকাবিলায় এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতিসংঘের অনুবন্ধ, নীতি এবং সম্পদ।
- মৌলিক মানবিক মানদণ্ড (সি এইচ এস এলায়েন্স) নীতিপূর্ণ, জবাবদিহিমূলক এবং উচ্চমানের সহায়তার মৌলিক উপাদানগুলি নির্ধারণ করে। যৌন শোষণ, নির্যাতন এবং হয়রানি পিএসইএএইচ থেকে সুরক্ষা স্ট্যান্ডার্ডে প্রতিটি স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, একটি পিএসইএএইচ সূচক সহ যা এসইএএইচ-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে।
- বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ বিবৃতিসহ ২০১৮ সেফগার্ডিং সামিট প্রতিশ্রুতি
- ২০১৯ এ এসইএএইচ নির্মূলে দিএসি প্রস্তাবনা

এই নীতিমালা, প্রতিশ্রুতি এবং মানদণ্ডগুলো একটি স্থানে সংযুক্ত নয়। এর মানে হল যে এইচডিপি কাজের সাথে সংযুক্তরা এসইএএইচ থেকে সুরক্ষার বিষয়ে একই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির দিকে কাজ করছে না এবং একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার এবং শেখার সুযোগগুলি হারাচ্ছে।

ক্যাপসেয়াহ উপরোক্ত নথিগুলিকে প্রতিস্থাপন করে না। এটি জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রেক্ষাপটে কাজ করা যেকোনো ব্যক্তির জন্য মূল পদক্ষেপগুলি সংক্ষেপে এবং সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করে যাতে পিএসইএএইচ মান উন্নত করা যায়, ভুক্তভোগীদের প্রতি জবাবদিহি বৃদ্ধি করা যায়, এবং এইচডিপি সেক্টর এবং কার্য সম্পাদনকারীদের মধ্যে পিএসইএএইচ প্রস্তুতি এবং আলোচনা সমর্থন করা যায়। এটি সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিদের সহায়তা করবে যারা বিভিন্ন এইচডিপি কার্য সম্পাদনকারীদের সাথে কাজ করে বা নতুন/উদীয়মান প্রেক্ষাপটে এসইএএইচ এর উচ্চ ঝুঁকির সাথে কাজ করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, প্রধানত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে করা হলেও এখন মানবিক সংকটের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হতে পারে।

ক্যাপসেয়াহ এর বিদ্যমান মানগুলির সাপেক্ষে একটি নকশা যা অংশ ৪-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্যাপসেয়াহর চারটি অংশ রয়েছেঃ

১। পটভূমি এবং যৌথ কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গি

২। সকলকাজের নির্দেশনার জন্য সাধারণ নীতিমালা

৩। পিএসইএএইচ প্রতিরোধে ন্যূনতম কার্যক্রম

৪। বিভিন্ন ধরনের কার্যসম্পাদনকারী কীভাবে কর্মগুলি বাস্তবায়ন করতে পারে সে সম্পর্কে অনলাইন ব্যবহারিক নির্দেশিকা এবং অধিকতর তথ্য।

ক্যাপসেয়াহ এর পূর্ণ সংস্করণ অনলাইনে CAPSEAH.safeguardingsupporthub.org-এ সহজলভ্য রয়েছে এবং এতে সেই সংস্থাগুলি এবং অন্যান্যদের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা তাদের কাজের জন্য ক্যাপসেয়াহ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হবে। সংস্থাগুলি যে কোনও সময় এসইএএইচ থেকে সুরক্ষার কাজ উন্নীত করতে এই দীর্ঘমেয়াদী বৈশ্বিক জোট এ যোগ দিতে পারে।

পার্ট ২: প্রচলিত পিএসইএএইচ নীতিমালাসমূহ

এই নীতিমালাসমূহ গঠন করা হয়েছে জনকল্যাণকর, সার্বিক উন্নয়ন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত কাজ করা সকল ব্যক্তি এবং সংস্থার এসইএএইচ সংক্রান্ত আচরণকে জোরালো ভাবে তুলে ধরা এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

১। **এসইএএইচ নিষিদ্ধ।** এসইএ গুরুতর অসদাচরণ এবং চুক্তি বাতিলের প্রেক্ষাপট তৈরি করে, এবং অপরাধমূলক, দেওয়ানি বা সামরিক আইনের অধীনে সম্ভাব্য বিচারের সম্মুখীন করে । এসএইচ হল অসদাচরণ/অশোভন আচরণ এবং এর তীব্রতার উপর নির্ভর করে গুরুতর অসদাচরণ/অশোভন আচরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এসইএএইচ সংক্রান্ত কার্যাবলী হলো ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এইচডিপি কার্যক্রমে কাজের সততা এবং প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করে। বিশেষতঃ

   a. **বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা অসম বা বাধ্যতামূলক অবস্থার অধীনে যৌন প্রকৃতির বাস্তবিক শারীরিক সংস্পর্শ বা ক্রিয়া অথবা শারীরিক ক্রিয়ার হুমকি নিষিদ্ধ।**

   b. **অর্থ, কর্মসংস্থান, পণ্য বা সেবার বিনিময়ে যৌনতা, যৌন চাহিদা/'যৌন সুবিধা' বা অন্যান্য যে কোন ধরনের অবমাননাকর, অপমানজনক, মর্যাদাহানিকর বা শোষণমূলক আচরণ নিষিদ্ধ।** এর মধ্যে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাপ্য যেকোনো ধরনের সহায়তা বা সুরক্ষার বিনিময় অন্তর্ভুক্ত।

   c. **পদমর্যাদা, পদ বা পদবী বা অবস্থানের অনুচিত/অনুপযুক্ত ব্যবহার অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের তারতম্যের প্রভাবে যেকোনও যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ।**

   d. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক বা সম্মতি প্রদানে বয়সের মাপকাঠি যাই হোক না কেন এইচডিপি কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা শিশুদের (১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিদের) সাথে যৌন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ।** সেক্ষেত্রে শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা কোনও আত্মরক্ষা/প্রতিরক্ষা কৌশল হবে না।

   e. **সহকর্মী (একই সংস্থার বা অন্য সংস্থার হলেও) বা সহায়তা বা সুরক্ষা গ্রহণকারী জনসমাজের যেকোনো ব্যক্তির প্রতি যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ।**

২। **নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা ।** এর মানে হল: এসইএএইচ কর্মকাণ্ডের জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা; এসইএএইচ প্রতিরোধ, রিপোর্ট করা বা প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতা; এবং ভুক্তভোগীদের বা ঘটনাসমুহ সম্মুখে নিয়ে আসা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া বিষয়ে শূন্য সহিষ্ণুতা । এর অর্থ এই নয় যে এসইএএইচ সংক্রান্ত কোন ঘটনা প্রতিবেদিত না হওয়া। এইসংক্রান্ত ঘটনা জানানোর জন্য দৃঢ়ভাবে উৎসাহিত করা হয় এবং ঘটনা অবগতকারীকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

৩। **পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলি প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পদ্ধতিগুলি সর্বব্যাপী/সার্বজনীন এবং ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক তা নিশ্চিতকরণ।** বিশেষ করে দুর্বল জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি এবং জনসমাজের সাথে পরামর্শ করুন। এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পিএসইএএইচ কার্যপ্রণালী গঠনে বিদ্যমান জনগোষ্ঠী এবং জাতীয় কৌশলগুলোর উপর গুরুত্বারোপ এবং তাদের শক্তিশালী করণ। ভুক্তভোগীদের এবং তাদের জনগোষ্ঠীর অধিকার, নিরাপত্তা, প্রয়োজন, সুস্থতা এবং মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং অগ্রাধিকার দিন।

৪। **এসইএএইচ প্রতিরোধকে কর্মসংস্কৃতির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ।** সব সময় সততার সাথে কাজ করার এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি এবং রক্ষা করতে সহায়তা করা যা এসইএএইচ প্রতিরোধ করে, প্রতিবেদিত করে এবং সারাপ্রদান করে। সমস্ত স্তরের নেতাদের এবং ব্যবস্থাপকদের বিশেষ দায়িত্ব হল এসইএএইচ ঝুঁকি এবং ঘটনাবলী সক্রিয়ভাবে চিহ্নিত, পর্যবেক্ষণ এবং মোকাবিলা করতে প্রযোজ্য সম্পদের যোগান, সৃষ্টি, বাস্তবায়ন এবং পিএসইএএইচ পন্থা/পদ্ধতি সমূহ সমর্থন করা।

৫। এসইএএইচ সম্পর্কিত সন্দেহ, প্রতিবেদন এবং বাস্তব ঘটনাসমূহে সঠিকভাবে সাড়া প্রদান। বিশেষ করে:

a. এইচডিপি কর্মীরা, একই সংস্থার মধ্যে হোক বা না হোক, এসইএএইচ সম্পর্কিত লব্ধজ্ঞান সন্দেহ, প্রতিবেদন এবং বাস্তবঘটিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান, উদ্বেগ বা সন্দেহগুলি সংস্থার নীতি, নির্দেশিকা এবং প্রতিবেদন জানানোর পদ্ধতি অনুসারে প্রতিবেদিত করতে হবে।

b. সাহায্য-সহযোগিতা এবং তদন্তে ভুক্তভোগীদের অধিকার, নিরাপত্তা, প্রয়োজন, সুস্থতা এবং মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তদন্তে অংশগ্রহণ করা বা না করা নির্বিশেষে, ভুক্তভোগীদের সহায়তা করুন যারা একটি ঘটনার বিষয়ে অবগত করেছেন যাতে তারা সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হন।

c. যারা এসইএএইচ সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের দায়ী করুন এবং প্রাসঙ্গিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

৬। গোপনীয়তার প্রতি সম্মান জানানো এবং প্রতিশোধ নেয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান । নিরাপদভাবে এবং গোপনীয়তারসাথে ঘটনার অবহিতকরন নিশ্চিত করা। যেকোনো অভিযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতিশোধের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত, তাদের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা যাতে অটুট থাকে সে ব্যবস্থা করা উচিত এবং যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা উচিত। এতে ভুক্তভোগী, অভিযোগকারী, সাক্ষী, ঘটনা অবগতকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পার্ট ৩: ন্যূনতম করনীয়

সারসংক্ষেপঃ এই পদক্ষেপগুলি সকল ব্যক্তি এবং সংস্থাকে এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করতে সুপারিশ করা হয়। অংশ ৪-এ ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় পর্যায়, সংস্থায় এবং প্রকল্প/কর্মসূচী স্তরে কীভাবে পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে ব্যবহারিক নির্দেশিকা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের সংস্থা বা কার্যক্রম তাদের জন্য যেভাবে সঠিক এবং প্রাসঙ্গিক অনুধাবন করবে সেভাবে এগুলি বাস্তবায়ন করতে পারে।

১। নীতিমালা: সুস্পষ্ট পিএসইএএইচ নীতিমালা গঠন করা, প্রচার করা, সমুন্নত রাখা এবং বাস্তবায়ন করা।

a. এই প্রচলিত নীতিমালা, ন্যূনতম পদক্ষেপ এবং তাদের ভিত্তিতে থাকা মানদণ্ডগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি পিএসইএএইচ নীতিমালা/কৌশল স্থাপন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন এবং মান্য করা। কিছু সংস্থার একটি সামগ্রিক পিএসইএএইচ কৌশল থাকতে পারে, যখন অন্যরা এসইএ (বাহ্যিক কার্যক্রম এবং প্রকল্প/কর্মসূচীগুলিকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য) এবং এসএইচ (অভ্যন্তরীণ কর্মীদের আচার-আচরণকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য) এর জন্য পৃথক নীতিমালা পছন্দ করতে পারে।

b. পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং আচার-আচরণের মানদণ্ড আচরণবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, যা সুস্পষ্টভাবে এসইএএইচ নিষিদ্ধ করে। এ জাতীয় পদক্ষেপ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে প্রয়োজন হলে আচরণবিধি গঠন অথবা হালনাগাদ করুন।

c. সকল কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সরবরাহ অংশীদারদের পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করা, এতে স্বাক্ষর করানো এবং এটি মেনে চলার প্রচেষ্টা নিশ্চিত করুন। এটি নিশ্চিত করার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে: বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত সতেজকরন প্রশিক্ষণ; চুক্তি, চাকরির বিবরণ এবং সহযোগিতা চুক্তিতে এ জাতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তকরন; পিএসইএএইচ সংক্রান্ত প্রত্যাশা পূরণের জন্য অংশীদারের সক্ষমতা মূল্যায়ন করা; এবং কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন কালে এ বিষয়ে ব্যক্তি বা অংশীদারের মেনে চলার বিষয়টি আলোচনা করা।

২। নেতৃত্ব: নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতার সংস্কৃতির অগ্রাধিকার এবং দৃঢ়ভাবে নিহিত করা।

a. নেতাদের এসইএএইচ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয়তার জন্য শূন্য সহিষ্ণুতার প্রতি সুস্পষ্ট এবং দৃশ্যমান প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে হবে। এটি করার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে: একজন সিনিয়র পিএসইএএইচ চ্যাম্পিয়ন নিয়োগ করা, যিনি কর্মী এবং সহকর্মীদের এসইএএইচ প্রতিরো এবং সাড়াপ্রদানের গুরুত্ব নিয়মিতভাবে তুলে ধরবেন, ক্ষমতার ভারসাম্য চিহ্নিতকরন ও মোকাবেলা করার জন্য প্রশিক্ষণ, এবং এমন একটি সর্বজনবিদিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সম্মানজনক কাজের সংস্কৃতি ও পরিবেশ তৈরি করা যেখানে কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যেকোনো ঘটনা বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে সক্ষম বোধ করে।

b. নেতাদের এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের জন্য যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। পিএসইএএইচ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন, মূল কার্যক্রম এবং নির্দিষ্ট কাজ (প্রকল্প/কর্মসূচী ইত্যাদি) উভয় ক্ষেত্রেই। পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সামগ্রিক দায়িত্ব সহ নিবেদিত কেন্দ্রীয় পিএসইএএইচ কর্মী নিয়োগ করা, এবং প্রশিক্ষিত পিএসইএএইচ চ্যাম্পিয়ন বা ফোকাল পয়েন্টের নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

c. নেতাদের নিয়মিতভাবে, এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানের প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের প্রভাব মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ঘটনার সংখ্যা, এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন, জরিপ, কর্মীদের আলোচনা ও মতামত এবং প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণতার হার, এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পিএসইএএইচ সংস্কৃতি এবং সক্ষমতা চিহ্নিত করতে সহায়ক হতে পারে।

d. নেতাদের পিএসইএএইচ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে। ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপকসহ সকলের কাজের বিবরণে এবং কর্মক্ষমতা নির্ধারণ লক্ষ্যমাত্রায় পিএসইএএইচ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত করা। কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে পিএসইএএইচ লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা।

৩। যোগাযোগ: সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা, তথ্য প্রদান করা এবং সমন্বয় করা।

a. **স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করুন।** পিএসইএএইচ পদ্ধতি, প্রকল্প/কর্মসূচী এবং ঘটনা অবহিতকরনের কৌশল গঠনে, সম্ভাব্য সকল সময় স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে একত্রে কাজ করা, তাদের কথা শোনা এবং তাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা, যাদের অবস্থানই তাদেরকে অসহায় করে তুলেছে এসইএএইচ এবং এর ভুক্তভোগী হিসেবে।

b. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করা।** নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে নারী ও মানবাধিকার সংস্থা এবং জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, যাতে প্রকল্প/কর্মসূচী এবং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলে এসইএএইচ সম্পর্কিত প্রত্যাশিত আচার-আচরণের মানদণ্ড জানতে পারে, কীভাবে ঘটনা অবহিত করতে হয়, ঘটনা অবহিত করলে কি ঘটবে, তাদের অধিকার এবং কোন ধরনের কি কি সহায়তা তাদের জন্য গ্রহণসাধ্য রয়েছে তা জানে। এটি এমনভাবে করা যা স্থানীয় প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি বিবেচনায় রাখে এবং যত বেশি মানুষের কাছে সম্ভব পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

c. **অংশীদারদের এবং সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় করা, এবং পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলি শক্তিশালী এবং সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য শিখণ এবং সেরা অনুশীলন খুজে বের করা ।** পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলি কার্যকর করতে পিএসইএএইচ নেটওয়ার্ক এবং সমন্বিত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করা, এবং প্রযোজ্য সম্পদ ব্যবহার করা, যেখানে সম্ভব বিদ্যমান কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদানে দায়বদ্ধ করা।

৪। প্রতিরোধ: এসইএএইচ প্রতিরোধে সকল কার্যক্রমে এসইএএইচ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ।

a. **এসইএএইচ হতে মূলধারার সুরক্ষা।** অফিসের, কার্যক্রমের, প্রকল্প/কর্মসূচির এবং মিশনের সংস্কৃতি, কলাকৌশল এবং পরিচালনায় পিএসইএএইচ পদক্ষেপ (প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সতর্কতা, ঘটনা অবহিতকরন, সনাক্তকরণ এবং যাচাই) সম্পৃক্ত করা ।

b. **এসইএএইচ এর ঝুঁকি উপলব্ধি, কমানো এবং ব্যবস্থাপনা।** স্থানীয় কর্মকৌশল বা কর্মপরিবেশ এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট ঝুঁকিসমূহ এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এসইএএইচ ঝুঁকির নিয়মিত মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ। অগ্রহণযোগ্য আচার-আচরণের ঝুঁকি কমাতে লক্ষ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করণ, যেমন ক্ষমতার গড়মিল এবং পিএসইএএইচ সচেতনতা। কর্মসূচী এবং কার্যক্রমে পরিবর্তন কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিরুপনে মূল্যায়ন ব্যবহার করা যা নিয়মিত তথ্যপ্রমাণসহ পুনরায় পরিদর্শন করা।

c. **এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং ঘটনা অবহিতকরনে কলাকৌশল গঠনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে জড়িত করা।** উচ্চমাত্রায় এসইএএইচ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিরা, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী এবং প্রকল্প/কর্মসূচির সংস্পর্শে আসা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে সকল ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে তারা যেন তা উত্থাপন করতে পারে এবং প্রতিরোধ ও ঝুঁকি নিরসনের কৌশল গঠনে সহযোগিতা করতে পারে। জেন্ডার সমতা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, এবং অন্যান্য ক্ষমতার অসমতা যা একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এসইএএইচ ঘটাতে সক্ষম তা মুকাবিলা করতে ব্যাপক প্রচেষ্টার উপলব্ধি করা এবং সমর্থন করা।

d. **এসইএএইচ অপরাধীদের নিয়োগ প্রতিরোধ করতে প্রাসঙ্গিক যাচাই তালিকা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যকর করা ।** উদাহরণস্বরূপ, প্রাক-নিয়োগ যাচাই যেমন - রেফারেন্স চেক করা এবং অসদাচরণ ব্যক্তকরণ তালিকা এবং (ইউএন এর জন্য) ক্লিয়ারচেক এর মতো নথির ব্যবহার করা।

৫। সাড়াপ্রদান: ঘটনা অবহিতকরন, জবাবদিহিতা এবং ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি উৎসাহিতকরণ।

a. **নিরাপদ এবং সহজসাধ্য প্রক্রিয়া স্থাপন, পরীক্ষণ এবং উৎসাহিতকরণ যাতে যেকোনো কর্মী, কার্যক্রম এবং প্রকল্প/কর্মসূচী সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং যেকোনো ধরনের উদ্বেগ সনাক্ত করা যায়।** গোষ্ঠী-ভিত্তিক অভিযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা। প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে এবং ঘটনা অবহিতকরনের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে জরিপ ব্যবহার করা যাতে প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করা যায় যে তা বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যবহৃত হয়। স্বল্প রিপোর্ট থাকা মানেই এই নয় যে স্বল্পমাত্রায় ঘটনা ঘটছে। ঘটনা অবহিতকরন না হলেও এসইএএইচ ঝুঁকি এবং অনুশিলনের প্রতি সতর্ক থাকুন।

b. **যেকোনো কর্মী এসইএএইচ এর সম্মুখীন/ভুক্তভোগী হলে, প্রত্যক্ষ করলে বা সন্দেহ করলে কী করতে হবে তা জানতে সহায়তা করা।** কর্মীরা কীভাবে এসইএএইচ সনাক্ত করবেন এবং এসইএ বা এসএইচ সম্পর্কিত কোনো ঘটনা জ্ঞাত হলে, জানতে পারলে, সম্মুখীন/ভুক্তভোগী হলে কী করতে হবে তা জানার জন্য নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষণ প্রস্তুতকরণ এবং প্রয়োগকরণ।

c. **সহায়তার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ঘটনা অবহিতকারী ভুক্তভোগীদের সহযোগিতা করা।** নিশ্চিত করা যে তাদের সে সকল সহযোগিতা এবং সহজলভ্যতার উপায় রয়েছে, যাতে তারা নিরাপদে এবং গোপনীয়ভাবে চিকিৎসা, মনোসামাজিক সহায়তা, এবং আইনি সহায়তাসহ মানসম্মত সাড়াপ্রদান সহায়তা পায়। ভুক্তভোগীরা এই সহায়তা পাওয়ার অধিকারের সাথে তদন্তে অংশগ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্তের কোন যোগসাজশ নেই।

d. **ঘটনা অবহিতকরনে এবং তদন্তের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক পন্থা অবলম্বন।** সময়মতো, ন্যায্য, গোপনীয়, নিরাপদ এবং সংবেদনশীল পদ্ধতিতে ঘটনাগুলোয় সাড়াপ্রদান এবং তদন্ত করা যা ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা, প্রতিনিধিত্ব, অবগত সম্মতি, মর্যাদা, চাহিদা এবং অধিকার কেন্দ্রিক।

e. **ব্যক্তি/কর্মীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা।** এসইএএইচ-এ দোষী প্রমাণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বা যারা ঘটনা অবহিতকারী বা তদন্তে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছে/প্রতিশোধপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে সময়মতো এবং উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। অপরাধীরা সংস্থাগুলির মধ্যে সনাক্ত না হয়ে যাতে এক সংস্থা হতে অন্য সংস্থায় যোগদান করতে না পারে তা নিশ্চিতকরণে অসদাচরণ ব্যক্তকরণ তালিকার মতো তথ্য আদান-প্রদান সরঞ্জাম ব্যবহার করা।

f. **আইনি জবাবদিহিতা অনুধাবন।** যখন কোনো ঘটনা/মামলা ফৌজদারি বা দেওয়ানি অপরাধের সংজ্ঞা পূরণ করে, তখন যদি ভুক্তভোগী সম্মতি দেয় (বা শিশুর ক্ষেত্রে পিতা-মাতা/পরিচর্যাকারী/অভিভাবক/বিশ্বস্ত ব্যক্তির সম্মতি এবং যেকোন বাধ্যতামূলক আইনি অবহিতকরনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে) এবং এটি নিরাপদ হলে, যথোপযুক্ত বিচারব্যবস্থা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় অর্পণ করা।

৬। নিরীক্ষণ: এসইএএইচ প্রতিরোধের প্রচেষ্টাগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা।

a. **অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং আরও উন্নীত করা, এমনকি যেখানে কিছু ভুল হয়েছে সেখান থেকেও।** যখন ঘটনা ঘটে, তখন বিবেচনা করা যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপগুলি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে কিনা এবং ভুক্তভোগীদের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করে যাচাই করা যে সাহায্য-সহযোগিতা আরও উন্নত করা যেতে পারে কিনা।

b. **পিএসইএএইচ নীতিমালা এবং পদ্ধতির বাস্তবায়ন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন।** কর্মী, বাস্তবায়নকারী অংশীদার এবং জনগোষ্ঠীর কীভাবে এসইএএইচ প্রতিরোধ এবং সাড়াপ্রদান করতে হবে তা কতটা ভালোভাবে বুঝতে পারছে এবং ঝুঁকির উপলব্ধি/স্তর উন্নীত হচ্ছে কিনা তা বুজতে পারছে সেগুলো মতামতগ্রহণ পদ্ধতি অবলম্বন এবং জরিপ ব্যবহার করে যাচাই করা; ঘটনা অবহিতকরন প্রক্রিয়াগুলি কার্যকর কিনা তা মূল্যায়ন করতে অ-সনাক্তযোগ্য তথ্য ব্যবহার করে ঘটনা/মামলা নম্বরগুলি চিহ্নিত করা; নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল বা গোষ্ঠীগুলির (যেমন: শিশু বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের) জন্য প্রতিরোবাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তার প্রবণতা লক্ষ্য করুন।

c. **পিএসইএএইচ পদ্ধতিগুলিকে শক্তিশালী এবং শ্রেণীবদ্ধ করতে যৌথ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ।** পিএসইএএইচ সংক্রান্ত বৈশ্বিক অগ্রগতি অবলোকন, কার্যকরী পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, পিএসইএএইচের তথ্য-প্রমাণের ভিত্তি গঠনে সহায়তা করতে এসইএএইচ সম্পর্কিত তথ্য, বার্তা/খবরাখবর এবং শিখন প্রকাশ এবং প্রচার করা।

CAPSEAH

যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি থেকে
সুরক্ষার জন্য একটি প্রচলিত পন্থা

capseah.safeguardingsupporthub.org